ওরিয়েন্টালিজমের
প্রথম পাঠ

ড. মুস্তফা সিবাঈ

ওরিয়েন্টালিজমের প্রথম পাঠ

ভূমিকা ও ভাষান্তর
কামরুল হাসান নকীব

উ ৎ স র্গ

সুদূর ও অদূরের যত সত্যনিষ্ঠ আগত
ও বিগতজন রয়েছেন
তাঁদের শুভকামনায়...

To these ideas was added second-order Darwinism, which seemed to accentuate the "scientific" validity of the division of races into advanced and backward, or European-Aryan and Oriental-African.

অর্থাৎ,

এ জাতীয় চিন্তায় দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করে ডারউইনিজম বা বিবর্তনবাদ, যা মানুষের মাঝে জাতিগত ভেদ-বুদ্ধির "বৈজ্ঞানিক" বৈধতাকে বাহ্যত সুদৃঢ় করে। মানবজাতি বিভাজিত হয়ে পড়ে উন্নত-অনুন্নত মানুষে অথবা আর্য-ইউরোপিয়ান এবং প্রাচ্যীয়-আফ্রিকান মানুষে।

[Edward W. Said,
Orientalism, p. 206]

সূচি

গ্রন্থিক সংস্করণের ভূমিকা	৯
দ্বিতীয় সংস্করণের কথা	১৫
ভূমিকা	১৭
প্রাচ্যতত্ত্ব ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক	৩১
প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস	৪১
প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা বা পরিধি	৪৩
প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্দেশ্য বা কার্যকারণসমূহ	৪৫
প্রাচ্যতত্ত্বের লক্ষ্য ও উপকরণাদি	৫৩
প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের লক্ষ্য অর্জনের উপকরণসমূহ	৬৩
প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা	৬৭
অপেক্ষাকৃত বিধ্বংসী আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নাম ও তাদের উল্লেখযোগ্য রচনাবলি	৬৯
প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের যেসব বিধ্বংসী গ্রন্থ অনেকের কাছে শাস্ত্রীয়ভাবে স্বীকৃত	৮১
গ্রন্থাবলি	৮৩
ইউরোপে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মুখোমুখি	১০১
পরিশিষ্ট	
প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে আমার শেষ নিবেদন	১১৫

গ্রন্থিক সংস্করণের ভূমিকা

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করতে পশ্চিমকে বেশ কিছু স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। পশ্চিমের এই অতিক্রমণে কয়েকটি বড়ো বড়ো দার্শনিক ও আদর্শিক মতাদর্শ বিপুল ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিকতাবাদ, সেক্যুলারিজম, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি তার অন্যতম। এই মেটা ন্যারেটিভগুলো পশ্চিমা জ্ঞানকাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এর মধ্য দিয়েই পশ্চিম আধুনিকতাবাদের যুগে প্রবেশ করেছে। সেক্যুলারিজম ও গণতান্ত্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে গির্জার ক্ষমতা সীমিত ও অবসিত হয়েছে। বলা যায়, গির্জার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী মনোভাবের টুঁটি চেপে সেক্যুলারিজমের গোড়াপত্তন হয়েছে।

আবার এই আধুনিকতাবাদের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবতাবাদের 'হুকুমত'। সূচনা হয়েছে গণতন্ত্রের। একপর্যায়ে সামন্ত যুগের জাগিরদার, রাজা ও চার্চের ত্রিমুখী অন্ধকারের অবসান ঘটল। পশ্চিম এক নতুন আলোকায়ন পর্বে দাখিল হলো। চারিদিকে কেবল ধ্বনিত হলো 'মানুষ' ও তার 'অধিকার'-এর জয়গান।

আধুনিক পশ্চিমের ইতিহাস সম্পর্কে যারা খবর রাখেন তারা জানেন—পশ্চিম তার অন্ধকার ভেদ করে কত রক্তক্ষয়ী বিপ্লব

ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আধুনিকতাবাদী পর্বে দাখিল হয়েছে এবং পশ্চিম ও অপরাপর দুনিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রে কত বিস্ময়কর পরিবর্তন ও বিয়োজন সাধিত হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো—এত এত উন্নয়ন ও এত এত বিপ্লব এবং এত এত পরিবর্তন পশ্চিমে সাধিত হলো, অন্ধকার থেকে আলোকায়নের যুগে পদার্পণ করল, কিন্তু এই দীর্ঘ কালপরিক্রমায় প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিম তার মনোভাব বিন্দুমাত্রও বদলায়নি। তাহলে কী পশ্চিমের আলোকায়নের বয়ানে প্রাচ্য একদমই অনুপস্থিত? এত এত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুনোর পরও পশ্চিম প্রাচ্যকে সেই 'তিমিরাচ্ছন্ন' অঞ্চল হিসেবেই দেখতে পছন্দ করল। পশ্চিমের এইসব 'আধুনিক' ও 'উদারনৈতিক' মতবাদগুলোও প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের 'হীন' মনোভাবকে একচুলও পরিবর্তন করতে পারেনি।

বলা জরুরি—পশ্চিমে যে উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ শুরু হয়েছিল গির্জার হাত ধরে কিংবা তর্কের খাতিরে ধরে নিন, যে সাম্রাজ্যবাদ শুরু হয়েছিল মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী জাগিরদার-রাজা ও চার্চীয় ত্রিমুখী অন্ধকারের যুগে, সেই সাম্রাজ্যবাদের গতিকে পশ্চিমের (গির্জার পতনের পর) সেক্যুলারিজম এসে কিংবা মানবতাবাদ এসে একচুলও আটকাতে পারেনি। আধুনিকতাবাদী বয়ান ও সভ্যতার বয়ান তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে কিছুতেই থামাতে পারেনি। বিষয়টা নিতান্তই আশ্চর্যের এবং রীতিমতো ভয়ানক ও বিহ্বলকর। তাহলে পশ্চিমের পরির্বতনটা আসলে হলো কোথায়? এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে পশ্চিমের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার বলয়কে মজবুত করার একটি প্রকল্প হলো প্রাচ্যতত্ত্ব বা ওরিয়েন্টালিজম। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিম, প্রাচ্যকে নিজের মতো করে চিত্রায়িত করেছে।

প্রাচ্যের এক নতুন রূপ সৃষ্টি করেছে। যা একান্তই পশ্চিমের সৃষ্টি। প্রাচ্য ও পশ্চিমে সকলেই আজ প্রাচ্যকে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের চোখেই দেখে থাকে। তাই পৃথিবী নামক গ্রহে এখন যারা বাস করে তারা হয়তো পশ্চিম, নয়তো পশ্চিমেতর। বলাবাহুল্য, এই দুই ক্যাটাগরির বাইরের বাসিন্দা হালজামানার পৃথিবীতে নিতান্তই সামান্য। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিম মূলত চেয়েছে, প্রাচ্যের কোনো সম্মানজনক অস্তিত্ব পৃথিবীতে টিকে না থাকুক। এভাবে প্রাচ্যের সত্য ও তথ্যকে বিকৃত করে সারা পৃথিবীতে প্রাচ্যকে অবান্তর অস্তিত্বের অধিকারী করে তোলা হয়।

ওরিয়েন্টালিজম প্রধানত ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানপরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করে।[১] একজন মুসলিম ইসলামকে কেমন করে দেখবে সেটাও সে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন অমুসলিম ইসলাম নিয়ে কী ভাববে, সেটা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও তার কাঁধেই। পশ্চিম শব্দটি তাই এখন আর কোনো অঞ্চলভিত্তিক ভৌগলিক পরিচয় প্রদান করে না। এখন এটি একটি আদর্শিক পরিচয়। এই আধিপত্যবাদী নারকীয় আর্দশকে বুঝতে হলে ওরিয়েন্টালিজমকে জানা আবশ্যক। বর্তমান পৃথিবীকে বোঝা তখন আমাদের জন্য সহজ হবে। কারণ প্রাচ্যতত্ত্বের হাত ধরেই পরবর্তী পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে বিপুল বির্পযয়। ইসলামোফোবিয়া তার একটি।

প্রাচ্যতত্ত্বের আলোচনায় এডওর্য়াড সাঈদ বরাবরই প্রাসঙ্গিক। সাঈদের একটি অনন্য কীর্তি হলো—তিনি ওরিয়েন্টালিজমকে একটি গুরুগম্ভীর জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে এবং পশ্চিমি বিদ্যায়তনিক

১. এবিষয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ তার 'ওরিয়েন্টালিজম' গ্রন্থে একাধিক স্থানে আলোচনা করেছেন। বিশেষত উক্ত বইয়ের ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা এবং ২৭২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাছাড়া বক্ষমাণ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেও এবিষয়টি সাঈদের বরাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের ভাষায় হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য সাঈদ অবশ্যই কৃতিত্ব ও কৃতজ্ঞতার দাবিদার। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, প্রাচ্যতত্ত্ব নামক পশ্চিমি প্রকল্পের রূপ ও পরিচয় তুলে ধরার বিষয়টি সাঈদের একক সৃজন ও নির্মাণ। এরূপ সরলীকরণে বিস্তর ঘাপলা আছে বৈ কী। এভাবে বলার দ্বারা সাঈদের পূর্বাচার্য আরব মনীষীদের সংগ্রাম ও সাধনার সাথে অবিচার করা হয় বৈ কী। সাঈদের বহু বছর আগে আরব চিন্তাবিদগণ ইসতিশরাক বা প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের কাজের ধরন যদিও কিছুটা সরলরৈখিক। যা কি-না আমজনতার বোধ-বিচারের অনেকটা কাছাকাছি। তাই সাঈদের বয়ানের আলোকে তাদের চর্চাকে পরখ করা নিতান্তই অশাস্ত্রীয় কাজ।

বাংলার জ্ঞানমুলুকে প্রাচ্যতত্ত্বের পরিচয় সাঈদের ভাষার তৈরি। তার বরাতেই এই অঞ্চলে প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রধান প্রধান পাঠগুলো নির্মাণ হয়। একারণে অনেকে সাঈদের 'প্রাচ্যতত্ত্বে'র বাইরে এসে চিন্তা করতে নারাজ। এমনকি সাঈদের 'প্রাচ্যতত্ত্ব' দিয়ে তার পূর্বেকার আরব ও অনারব চিন্তাবিদদের কাজকে নাকচ করতে উদ্যত হন। এটা মূলত প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে দেখার ফল। প্রাচ্যতত্ত্বকে শিকড়হীনভাবে জানার ফল। এতে করে প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়টি খণ্ডত্ব ও খর্বত্ব পায় কী না সেটা বিতর্কযোগ্য বিষয় হলেও প্রাচ্যতত্ত্বের পর্যালোচনার ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে খণ্ডিত করা হয় বৈ কী। উপরন্তু আরব মনীষীদের প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক চর্চাকে উপেক্ষা করার অপূরণীয় ক্ষতি ও অবনতির মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। কারণ পরম্পরাহীনভাবে কোনো ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু পরম্পরাকে বাহন করেই কেবল জ্ঞান এগুতে পারে।

তাই বলা যায় বাংলার জ্ঞানমুলুকে আরব চিন্তাবিদদের প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ক চর্চাকে হাজির করার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে গ্রন্থিক প্রকাশন-এর কর্ণধার রাজ্জাক রুবেল ও শ্রদ্ধেয় পুলিন বকশীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বইটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। তাদের জন্য শুভকামনা রইল।

কামরুল হাসান নকীব
ভূইঁয়াপাড়া, ঢাকা
০৫ অক্টবর ২০২৩

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

সব লেখকের জন্যই নিজ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ অনন্য আনন্দ বয়ে আনে। বর্তমান সংস্করণটি হোয়াইট লেটারস পাবলিকেশন্স ও মুভমেন্ট পাবলিকেশন্সের যৌথ প্রকাশনা। এবার পূর্বেকার সংস্করণের কিছু বিষয় ও বাক্যকে মূলানুগভাবে সরল ও সহজ করা হয়েছে প্রাথমিক পাঠকদের কথা বিবেচনা করে। গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু টীকা যুক্ত হয়েছে। আরব লেখকদের স্বভাব হলো, তারা ভিনভাষার সংগঠন-পত্রিকা ও বই ইত্যাদির নাম আরবিতে ভাষান্তর করে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে আরবি থেকে যারা অনুবাদ করেন তাদের জন্য মূল নাম বের করে আনা খুব কষ্টসাধ্য। আমরা এবার বাংলার সাথে মূল লেখকের সেই আরবি ভাষান্তরকেও উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। কিছু স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবি ভাষান্তর উল্লেখ করা হয়নি। আবার কিছু স্থানে মূল ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান নামও উদ্ধার করে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। আশা করছি পাঠক বইটির দ্বিতীয় সংস্করণও সাদরে গ্রহণ করবেন।

কামরুল হাসান নকীব
১৮ মার্চ ২০২১